155

তারিখ 18 FEB 1994
পৃষ্ঠা কলাম

দৈনিক ইত্তেফাক

কিশোরগঞ্জের ৫টি থানায় শিক্ষা কর্মকর্তা নাই ।। শিক্ষকের বহু পদ শূন্য

কিশোরগঞ্জ সংবাদদাতা ।। জেলার বিভিন্ন থানায় শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়াছে। বর্তমানে জেলায় ৫টি থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ১৩টি সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ৩৯টি প্রধান শিক্ষক ও ৮৩টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে।

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

কিশোরগঞ্জের ৫টি থানায়

(৩য় পৃঃ পর)

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, জেলার নিকলী, অষ্টগ্রাম, কুলিয়ারচর, কটিয়াদী ও পাকুন্দিয়া থানায় শিক্ষা কর্মকর্তা নাই। ইহাছাড়া অষ্টগ্রাম, ইটনা, কিশোরগঞ্জ, কটিয়াদী, পাকুন্দিয়া ও তাড়াইলে ১টি করিয়া, বাজিতপুর ও হোসেনপুরে ২টি করিয়া ও করিমগঞ্জে ৩টি সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদগুলির মধ্যে রহিয়াছে—কিশোরগঞ্জে ২টি প্রধান শিক্ষক ও ১০টি সহকারী শিক্ষক, করিমগঞ্জে ৬টি প্রধান শিক্ষক ও ৬টি সহকারী শিক্ষক, পাকুন্দিয়ায় ৮টি প্রধান শিক্ষক ৯টি সহকারী শিক্ষক, হোসেনপুরে ৫টি সহকারী শিক্ষক, কটিয়াদীতে ২টি প্রধান শিক্ষক ও ১২টি সহকারী শিক্ষক, কুলিয়ারচরে ৯টি সহকারী শিক্ষক, বাজিতপুরে ৩টি প্রধান শিক্ষক ও ৬টি সহকারী শিক্ষক, ভৈরবে ২টি প্রধান শিক্ষক ও ৪টি সহকারী শিক্ষক, অষ্টগ্রামে ১টি প্রধান শিক্ষক ও ৩টি সহকারী শিক্ষক, নিকলীতে ৩টি প্রধান শিক্ষক ও ১টি সহকারী শিক্ষক। মিঠামইনে ২টি প্রধান শিক্ষক ও ১০টি সহকারী শিক্ষক ইটনায় ৪টি প্রধান শিক্ষক ও ৬টি সহকারী শিক্ষক এবং তাড়াইলে ৬টি প্রধান শিক্ষক ও ২টি সহকারী শিক্ষক।

নবাবগঞ্জ সংবাদদাতা জানান, নবাবগঞ্জ থানার বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকার দরুন লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে মাত্র ১ জন বা ২ জন শিক্ষক দায়িত্ব পালন করিতেছেন। এই থানায় ৯ জন প্রধান শিক্ষক ও ১৫ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে।

এদিকে নবাবগঞ্জ সোনালী ব্যাংক ট্রেজারী শাখায় ২ জন ক্যাশিয়ার, ১ জন সিনিয়র অফিসার ও ১ জন কেরানীর পদ শূন্য আছে। তাছাড়া থানা প্রকৌশলী, অফিস ও শিক্ষা অফিসেও বেশ কয়েকটি পদ শূন্য আছে। নবাবগঞ্জ থানা শিক্ষা অফিসারের পদটিও শূন্য।

মাদারীপুর সংবাদদাতা জানান, ডনোভান সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদটি দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য রহিয়াছে। বিদ্যালয়টিতে ৫টি সহকারী শিক্ষিকার পদ, অফিস সহকারীর একটি পদ ও নৈশপ্রহরীর পদও শূন্য। এদিকে ইউনাইটেড ইসলামিয়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদটিও দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য রহিয়াছে।